মেহেরপুর শহরের দুই জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে রনি হোটেলের মালিক জীবন ও মোহর মুক্তার আলীর ছেলে মহিদ (লাল্টু) নামে নতুন করে দুই জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাস এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি আরো জানান, আক্রান্ত দুই জনই মেহেরপুর শহরের। এদের মধ্যে রনি আবাসিক হোটেলের মালিক জীবন এবং নতুন পাড়ার (চুলকানি মোড় এলাকার) মহিদ। মহিদ আশংকাজনক অবস্থায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এনিয়ে মেহেরপুরে মোট ৪১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৬ জন সুস্থ হয়েছেন। ৩ জন মারা গেছেন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২২ জন।

করোনাকালে নতুন রোগে গবাদিপশুর মহামারী

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের থাবায় অসহায় হয়ে পড়েছে বিশ্বের অন্তত ২১৩টি দেশ ও অঞ্চল। এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ১ হাজার ১৯২ জন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ৩৪৩ জনের।

করোনার এই সংক্রমণের মধ্যেই রংপুর বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে গবাদিপশুর ‘লাম্পিভাইরাস’ নামের নতুন এক ধরনের চর্মরোগ। গত দুই সপ্তাহে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বিভাগের আট জেলায় তিন শতাধিক গরুর মৃত্যু হয়েছে। ৫০ হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা।

বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অধিদফতর জানিয়েছে প্রত্যেক এলাকায় এখন গরুর এই দূরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিয়েছে।
‘লাম্পি স্কিন ডিজিস’ নামের এই রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এর কোনও প্রতিষেধক না থাকায় পালিত গরু নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন এই অঞ্চলের মানুষ।

অনেকে না বুঝেই গ্রাম্য পশু চিকিৎসককে মোটা অংকের টাকা দিয়ে হচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত। গরুপ্রতি দুই থেকে তিন হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে কৃষকদের। এতে গরু মারা না গেলেও সুস্থ্য হতে বেশ সময় লাগছে। তবে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর বলছে, একমাত্র সচেতনতাই পারে এই রোগের প্রতিকার করতে। সংক্রামক ব্যাধি লাম্পি রোধে গোয়াল ঘরের মশা-মাছি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সচেতন থাকতে হবে।

করোনাভাইরাসের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়ায় কৃষকসহ সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। তার ওপর কোরবানি ঈদের আগে আকস্মিকভাবে গবাদিপশু লাম্পিভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় এ অঞ্চলের গরু খামারিসহ কৃষকদের মাঝে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার কোলকোন্দ, সদর উপজেলার মমিনপুর, তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালিসহ বিভিন্ন এলাকার খামারি ও কৃষকরা জানান, প্রথমে গরুর শরীরে তীব্র মাত্রার জ্বর আসে। এরপর আস্তে আস্তে সারা শরীরে চামড়ায় গোটা গোটা হয়ে যায়। গলাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে যাওয়ায় গরু ঘাস, খড় বা ভূষি কিছুই খেতে পারে না। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ে গিয়ে কোন প্রতিকার পাচ্ছে না তারা। ফলে পল্লী চিকিৎসকদের দ্বারস্থ হয়ে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ও ইনজেকশন দিলেও তেমন কোনও কাজে আসছে না।

তারাগঞ্জের ইকরচালি গ্রামের আব্দুল হক জানান, তার তিনটি গরু অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আসন্ন কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে যত্ন করে গরু বড় করেছেন একটু বেশি দাম পাবার আশায়। কিন্তু গরুর সারা শরীরে গোটা গোটা দানার মত (ফোসকা জাতীয়) হওয়ায় কোরবানির হাটে দাম পাওয়া যাবে না বলে আশঙ্কা করেন তিনি। একই ধরনের কথা জানালেন তারাগঞ্জের সয়ার এলাকার সামছুল হক, রমজান আলীসহ অনেকে।

তারা জানান, বিশেষ করে বাচ্চা গরুগুলো (বাছুর) আক্রান্ত হলে দুই থেকে তিনদিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছে। তাদের এলাকায় গত ১০ দিনে অন্তত ১০টি গরু ও বাছুর মারা গেছে বলে জানান তারা।

রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর এলাকায় শত শত গরু গোয়াল ঘরে অজ্ঞাত

এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। কৃষক সখিনা বেগম জানান, তার চারটি বলদ গরু কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে খেয়ে না খেয়ে অনেক কষ্টে বড় করেছেন। এর মধ্যে দুটি গরু অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে এখন কিছুই খেতে চায় না, ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। গ্রামের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন জানিয়ে সখিনা বলেন, শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও গরুর শরীরে ফোসকার মত গুটি হওয়ায় চাহিদার অর্ধেক দামও পাওয়া যাবে না। ওই এলাকার একাধিক কৃষক একই ধরনের কথা জানান।

গঙ্গাচড়া উপজেলার কোলকোন্দ এলাকায় প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই গবাদিপশুর ওই রোগ দেখা দিয়েছে। হাউমাউ করে কেঁদে প্রান্তিক কৃষক নিজামউদ্দিন বলেন, ‘করোনায় কোনোটে (কোথাও) কাম মেলেনো। সারাদিনে একবেলা খ্যায়া কোনমতে বাঁচি আছি। আশা আছিল ঈদোত গরু দুইটা বেচাইলে আর এমন কষ্ট থাইকপার নয়। তারোতো ব্যারাম (রোগ) হইচে, কোনদিন বা মরি যায়। এ্যালা নিজে বাঁচমো না গরুক বাঁচামো!’

কোলকোন্দ ইউনিয়নের এআই টেকনিশিয়ান কাফিনুর রহমান গণমাধ্যমকে জানান, লাম্পি গরুর একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এটি একটি এলাকার গরুতে আক্রান্ত হলে পরবর্তীতে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের টীকা এখনো আবিষ্কার না হলেও সময়মতো চিকিৎসা করালে গরু সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। তিনি নিজেও কয়েকটি গরুর চিকিৎসা করে ভালো করেছেন বলে জানান।

রংপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এএসএম সাদেকুর রহমান বলেন, অফিসে প্রতিদিনই চিকিৎসার জন্য অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত গরু নিয়ে আসছেন খামার মালিক ও কৃষকরা। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তবে মশা-মাছির আক্রমণ থেকে রক্ষা ও পরিচর্যা করলে কিছুটা হলেও রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে জানান তিনি।

গঙ্গাচড়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নুরুল আজিজ বলেন, লাম্পি নামে যে রোগটি গরুতে আক্রান্ত হচ্ছে এতে করে আমাদের এলাকায় গরু মারা যাওয়ার তথ্য নেই। সময়মতো চিকিৎসা করলে এ রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাচ্ছে। এ রোগ থেকে গরুকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন এলাকায় উঠান বৈঠকসহ কৃষকদের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া আক্রান্ত গরুকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতালে নিলে অল্প খরচে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

রংপুর বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের উপপরিচালক ডা. হাবিবুল হক গণমাধ্যমকে জানান, এ রোগের প্রকৃত কোনও ওষুধ নেই। এ রোগটি ইতিপূর্বে ঝিনাইদহে দেখা দিয়েছিল, এখন রংপুর বিভাগের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় এক লাখ গরুকে প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন কৃষকদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে গরুকে নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিলে রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। সূত্র-যুগান্তর

গলাব্যথা সারানোর ঘরোয়া উপায়

ঋতু পরিবর্তনের এই সময় গলাব্যথার সমস্যায় ভুগছেন অনেকেই। গলাব্যথা নিরাময়ে রয়েছে কিছু প্রাকৃতিক উপাদান।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের এ সময়ে অনেকে গলাব্যথার সমস্যায় ভুগছেন। গলাব্যথার সঙ্গে কাশি হলে করোনা পরীক্ষা করাতে হবে। তবে গলাব্যথা মানে আপনি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন এমন হয়।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে গলাব্যথার ঘরোয়া প্রতিকার সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।

আদা ও মধু

গলাব্যথা সারাতে খুবই কার্যকর হচ্ছে আদা ও মধু। মধু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। আদা ও মধুর মিশ্রণ ‘এক্সপেক্টোরান্ট’ হিসেবে অর্থাৎ শ্বাসতন্ত্রে লালা নিঃসরণ বাড়ায়। এ ছাড়া এটি ‘সাইনাস’ খুলে দেয়, ‘মিউকাস’ বা শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে। এ ছাড়া গলা থেকে অস্বস্তি সৃষ্টিকারী উপাদান পরিষ্কার করে।

লবণপানিতে গার্গল

গলাব্যথা কমাতে লবণপানিতে গার্গল করা খুবই উপকারী। জীবাণু দূর করার এ পদ্ধতির গলাব্যথা কমাতে খুবই কার্যকর।

উপকার পেতে দিনে তিনবার ও সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন গার্গল করতে

হবে। শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখতেও লবণপানি দিয়ে গার্গল করুন।

যষ্টিমধু

আয়ুর্বেদিক গুণসমৃদ্ধ যষ্টিমধু খান চায়ের সঙ্গে। গলাব্যথার সঙ্গে আসা চুলকানি বা অস্বস্তি দূর করবে যষ্টিমধু।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার

সর্দিকাশি সারাতে ব্যবহৃত কিছু ভেষজ ওষুধের প্রধান উপকরণ এই ভিনিগার। গলাব্যথা ও অ্যাসিড সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করে। এক গ্লাস কুসুম গরম পানিতে এক টেবিল চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে পান করলেই উপকার পাওয়া যায়।

সতর্কতা

গলাব্যথায় ঘরোয়া এসব প্রতিকার পেতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এ ছাড়া মানতে হবে স্বাস্থ্যবিধি। সূত্র-যুগান্তর

চুয়াডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে সোলাইমান হক (৬০ নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। তার বাড়ি জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা বাসস্ট্যান্ড পাড়ায়। ইসলামী ব্যংক জীবননগর শাখায় কর্মরত ছিলেন তিনি।

বুধবার দুপুর ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শামীম কবীর জানান, গত ৮ জুন ঠান্ডা, কাশি, জ্বর, গলাব্যাথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন সোলাইমান। এরপর অবস্থার অবনতি হলে গত মঙ্গলবার রাতে সদর হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি।

মূলত কান্সারে আক্রান্ত হলেও তার শরীরে করোনার উপসর্গও ছিল। তাই তাকে হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটের ইয়োলো জোনে রাখা হয়েছিল। সেখানেই বুধবার তার মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যুর পর তার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান খাঁন জানান, করোনার সকল নিয়ম ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ওই বৃদ্ধের লাশ বাসষ্ট্যান্ডপাড়া কবরস্থানে দাফন কাজের প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় এ জেলায় এক পুলিশ সদস্যসহ নতুন করে তিনজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় এর সংখ্যা দাঁড়ালো ১৪৭ জনে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৮৮ জন ও মৃত্যু হয়েছে একজনের।

মেহেরপুরে আরো একজন করোনায় আক্রান্ত, মোট আক্রান্ত ৩৬

মেহেরপুরে উজ্জল হোসেন নামের একজন নতুন করে আরো একজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এনিয়ে জেলায় মোট ৩৬ জন আক্রান্ত হলেন। আক্রান্ত উজ্জল সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে। শহরের একটি হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। নতুন করে আক্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।
তিনি আরো জানান, গতকাল পর্যন্ত ১৪২৮টি ফলাফল এসেছে। তার মধ্যে ৩৬টি পজেটিভ। বাকি গুলো নেগেটিভ।

আক্রান্ত ৩৬ জনের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১০জন। মারা গেছেন ২ জন। একজনকে যশোর সিএমএইচ এ স্থানান্তর করা হয়েছে এবং বাকি ২৩ জন রয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই ভাল আছেন।

তিনি আরো জানান, উজ্জল হোসেনের বাড়িসহ কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করা হবে।

শততম দিনে মৃত্যুর রেকর্ড

বাংলাদেশে করোনা আক্রমনের আজ শততম দিন। এই দিনে রেকর্ড ছাড়িয়েছে মৃত্যুর। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫৩ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে মহামারি করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)। ফলে ভাইরাসটিতে মোট ১২৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৮৬২ জন। এতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৯৪ হাজার ৪৮১ জনে।

আজ মঙ্গলবার (১৬ জুন ২০২০) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) (বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্বে) ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি মোট ৬১টি ল্যাবে নমুনা পরীক্ষার তথ্য তুলে ধরে জানান, করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৮ হাজার ৪০৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা করা হয় ১৭ হাজার ২১৪টি নমুনা। এ নিয়ে দেশে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হলো পাঁচ লাখ ৩৩ হাজার ৭১৭টি। নতুন নমুনা পরীক্ষায় করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে আরও তিন হাজার ৮৬২ জনের দেহে। ফলে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ৯৪ হাজার ৪৮১ জনে। আক্রান্তদের মধ্যে মারা গেছেন আরও ৫৩ জন। এ নিয়ে মোট মৃত্যু হলো এক হাজার ২৬২ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও দুই হাজার ২৩৭ জন। সব মিলিয়ে মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা এখন ৩৬ হাজার ২৬৪ জন।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকার এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয় বুলেটিনে।

সোমবারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৮ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে মহামারি করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)। ফলে ভাইরাসটিতে মোট ১২০৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৯৯ জন। এতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৯০ হাজার ৬১৯ জনে।করোনাভাইরাস শনাক্তে

গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৫ হাজার ৭৩৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা করা হয় ১৫ হাজার ৩৮টি নমুনা। এ নিয়ে দেশে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হলো পাঁচ লাখ ১৬ হাজার ৫০৩টি। নতুন নমুনা পরীক্ষায় করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে আরও তিন হাজার ৯৯ জনের মধ্যে। ফলে ভাইরাসটিতে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৯০ হাজার ৬১৯ জনে। আক্রান্তদের মধ্যে মারা গেছেন আরও ৩৮ জন। এ নিয়ে মোট মৃত্যু হলো এক হাজার ২০৯ জনের।

করোনাভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় গত ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে। তবে ছড়িয়ে পড়া এ ভাইরাস ক্রমে গোটা বিশ্বকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। চীন পরিস্থিতি অনেকটাই সামাল দিয়ে উঠলেও এখন মারাত্মকভাবে ভুগছে ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল। পৃথিবীর ২১৬ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এ মরণ ভাইরাস।

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। এরপর প্রথম দিকে কয়েকজন করে নতুন আক্রান্ত রোগীর খবর মিললেও এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এ সংখ্যা। বাড়ছে মৃত্যুও। এদিকে ক্রমেই আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মানুষের জীবিকার তাগিদে ৮ম দফায় ছুটি না বাড়িয়ে ৩১ মে থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে অফিস-দোকানপাট ও সীমিত পরিসরে গণপরিবহন। তবে রেড জোন চিহ্নিত করে এলাকাভিত্তিক লকডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

মেপ্র/এমএফআর

দেশে একদিনেই সুস্থ ১৫ হাজারের বেশি কোভিড রোগী

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায়১৫ হাজার ৩০৩ জন কোভিড রোগী সুস্থ হয়েছেন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩৪ হাজার ২৭ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩৪ হাজার ২৭ জন। গতদিনের তুলনায় আজকের সুস্থতার হার অনেক বেশি। সে হিসাবে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৫ হাজার ৩০৩ জন।

কারণ হিসেবে ডা. নাসিমা বলেন, আজকে যারা সুস্থ হয়েছেন তারা শুধু হাসপাতালেই নয়, বাসায় এবং যারা উপসর্গবিহীন ছিলেন তারা সবাই এই সংখ্যার মধ্যে যোগ হয়েছেন। এই তথ্য আমাদের আইইডিসিআর দিয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩ হাজার ৯৯ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৯০ হাজার ৬১৯ জন।

এই সময়ে আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ২০৯ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

ব্রিফিংয়ে ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫ হাজার ৭৩৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৩৮টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৯৯ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ৯০ হাজার ৬১৯ জন। শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৬১ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩২ জন ও নারী ৬ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ১৭১ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৩৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১৫ জন এবং ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৫ জন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৮ জন, চট্টগ্রামে ১২ জন, সিলেটে ৬ জন, বরিশালে একজন ও রংপুরে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২৫ ও বাড়িতে ১১ জন মারা গেছেন। আর হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছেন ২ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

করোনা কেড়ে নিল আরও ৩৮ জনের প্রাণ, মোট মত্যৃ ১২০৯

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ২০৯ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৯৯ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৯০ হাজার ৬১৯ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র- যুগান্তর

বদরউদ্দিন আহমদ কামরান আর নেই

করোনায় আক্রান্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বদরউদ্দিন আহমদ

কামরান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি…রাজিউন)।তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল।

গত ৫ জুন সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে কামরানের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। ওইদিন রাত থেকে প্রথমে বাসায় আইসোলেশনে রাখা হলেও ৬ জুন তাকে সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হলে ৭ জুন সন্ধ্যায় বিমানবাহিনীর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিএমএইচে আনা হয়।

সিলেট নগরীর মানিকপীরের টিলায় মা-বাবার পাশে দাফন করা হবে সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বদরউদ্দিন আহমদ কামরানকে। সূত্র- যুগান্তর

কুষ্টিয়ায় দুই ব্যাংক লকডাউন, মোট আক্রান্ত ২২৪

কুষ্টিয়ায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কোভিড-১৯ শনাক্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে অবস্থিত পূবালী ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখা এবং ইসলামী ব্যাংক কুষ্টিয়ার পোড়াদহ শাখা লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

চার কর্মকর্তা ও এক পিওন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় এসব ব্যাংক লকডাউন করা করা হয়।

এর মধ্যে রোববার ইসলামী ব্যাংকের কুষ্টিয়ার পোড়াদহ শাখা এবং গত শুক্রবার থেকে পূবালী ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখা লক ডাউন করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

কুষ্টিয়া পূবালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও শাখা ব্যবস্থাপক মো: শাহ আলম জানান, অত্র শাখার একজন জুনিয়র অফিসার পুরুষ এবং একজন মহিলা ক্যাশ অফিসার গত বুধবার করোনায় আক্রান্ত হন। এছাড়াও ব্যাংকের একজন ডেপুটি জুনিয়র অফিসারের শরীরে উপসর্গ দেখা দেয়ায় তিনি বর্তমানে রাজবাড়ী জেলার পাংশাতে তার গ্রামের বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। এ অবস্থায় শুক্রবার থেকে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে অবস্থিত পূবালী ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখা লক ডাউন করা হয়েছে।

তিনি জানান, আগামী শনিবার পর্যন্ত যদি ব্যাংকের অন্য কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে করোনা উপসর্গ না দেখা যায় তাহলে রোববার থেকে লক ডাউন তুলে নেয়া হবে। এদিকে শনিবার রাতে ইসলামী ব্যাংকের কুষ্টিয়ার পোড়াদহ শাখার একজন সিনিয়র অফিসার, একজন অফিসার এবং কর্মরত পিওনের করোনা সনাক্ত হয়। এ কারণে রোববার থেকে ইসলামী ব্যাংকের কুষ্টিয়ার পোড়াদহ শাখা লক ডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরও ২ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, রবিবার (১৪ জুন) কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ পিসিআর ল্যাব থেকে কুষ্টিয়ার ১৮৮ টি নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেছে যার মধ্যে ২টি কোভিড পজিটিভ। আক্রান্ত ২ জন কুমারখালী উপজেলার সদকী ও শেরকান্দি এলাকার বাসিন্দা। এই নিয়ে কুষ্টিয়ায় মোট ২২৪ জন করোনা রোগী শনাক্ত হল। যার মধ্যে ১৭১ জন পুরুষ ও ৫৩ জন নারী।